



ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জাতির উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণ

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্-সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ

Posted On: 26 JUL 2017 10:46AM by PIB Kolkata

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্-সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণটি নিম্নরূপ –

প্রিয়সহ-নাগরিকবৃন্দ,

১) আমার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আমি ভারতের মানুষ, তাঁদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলগুলির আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য, সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতারোধে আব্বৃত হচ্ছি। তাঁদের ভালোবাসা এবং অনুকম্পার প্রতি আমি আনতহচ্ছি। আমি আমার দেশকে যা দিয়েছি, তার থেকে বহুগুণ বেশি পেয়েছি। সে জন্য আমি ভারতের মানুষের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

২) আমি ভারী রাষ্ট্রপতি শ্রী রাম নাথ কোবিন্দ'কে স্বাগত জানাই এবং আগামী বছরগুলিতে তাঁর সাফল্যও সুখ কামনা করি।

প্রিয়সহ-নাগরিকবৃন্দ,

৩) আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা সংবিধান গ্রহণ করে এমন এক ক্ষমতাসালী শক্তিকে কার্যকর করেছিলেন, যার ফলে আমরা লিঙ্গবৈষম্য, জাতি বৈষম্য এবং গোষ্ঠীগত অসাম্যের শৃঙ্খলমুক্ত হতে পেরেছি। এছাড়া, দীঘদিন ধরে আমাদের আটকে রাখা বেড়ি কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। এই সংবিধান এমন এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করেছে, যা ভারতের সমাজকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

৪) একটি আধুনিক জাতি কতগুলি মৌলিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে – এগুলি হ'ল – গণতন্ত্র অথবা সমস্ত নাগরিকের জন্য সমানাধিকার; ধর্মনিরপেক্ষতা বা সব ধর্ম বিশ্বাসের সমান স্বাধীনতা; সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে সমতা এবং অর্থনৈতিক সমতা। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য দেশের দ্রুততম মানুষও যেন অনুভব করেন যে, তাঁরাও জাতির কাজের অঙ্গ।

প্রিয়সহ-নাগরিকবৃন্দ,

৫) পাঁচ বছর আগে যখন আমি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিয়েছিলাম, তখন আমি আমাদের সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তা শুধু কথার কথা ছিল না, কাজেও করে দেখানোর বিষয় ছিল। বিগত পাঁচ বছরের প্রত্যেকটি দিন আমি আমার দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে চালাতে চলেছি। আমি দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সফরের মাধ্যমে অনেক কিছু জেনেছি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবনকারী, পণ্ডিত, আইনবিদ, লেখক, শিল্পী এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার আলাপচারিতায় আমি অনেক কিছু জেনেছি। এইসবমানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমার কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে সহায়তা করেছে। আমার কাজে আমি কঠোরভাবে চেষ্টা করেছি। তবে, আমার ওপরনস্ত দায়িত্ব প্রতি পালনে আমি কতদূর সফল হয়েছি, সময়েই ইতিহাসের সমালোচনার দৃষ্টিতে তার বিচার হবে।

প্রিয়সহ-নাগরিকবৃন্দ,

৬) মানুষের বয়স যত বাড়ে, তাঁর জ্ঞান বিতরণের প্রবণতাও ঠিক ততটাই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমারদেওয়ার মতো তেমন কোনও জ্ঞান নেই। জনজীবনে আমার বিগত ৫০ বছরে –

আমার কাছে সবচেয়ে পবিত্র বই ছিল ভারতের সংবিধান;

আমার মন্দিরছিল ভারতের সংসদ; এবং

আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল ভারতের মানুষের জন্য সেবা।

৭) এই সময়কালে আমি যেসব সত্য আশ্বিকরণ করেছি, তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই :

৮) বহুবাদও সহনশীলতার মধ্যেই নিহিত আছে ভারতের আত্মা। ভারত কেবলমাত্র এক ভৌগোলিক ধারণা নয়। এর মধ্যে নিহিত আছে আদর্শের ইতিহাস, দর্শন, মেধা, শিল্প প্রতিভা, হস্তশিল্প, উদ্ভাবন এবং অভিজ্ঞতা। শত শত বছর ধরে বহু রকমের আদর্শের আশ্বিকরণের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজে বহুবাদের ধারণাটি এসেছে। সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাস এবং ভাষার ক্ষেত্রে বহুমুখিতা ভারত'কে বিশেষ স্থান দিয়েছে। আমরা সহনশীলতা থেকে শক্তি আহরণকরি। শত শত বছর ধরে এটা আমাদের সমষ্টিগত চেতনার অঙ্গ হয়ে আছে। জনমানসে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে বহু স্তর আছে। আমরা তার সঙ্গে একমত হতে পারি কিংবা নাও হতেপারি। কিন্তু মতামতের বহুমুখিতার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অন্যথায় আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়া মৌলিক চরিত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৯) সহনভূতিএবং সহনমিতা প্রদর্শনের ক্ষমতা আমাদের সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি। কিন্তু প্রতিদিনআমরা আমাদের চারপাশে ক্রমবর্ধমান হিংসার ঘটনা ঘটতে দেখি। এই হিংসার মধ্যে নিহিতআছে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস আর ভয়। আমাদের জনজীবনের আলাপ-আলোচনাকে, শারীরিক এবং মৌখিক, সব ধরনের হিংসা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। অহিংস সমাজই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজেরসর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে, দুর্বলতার এবং প্রান্তিক মানুষদেরও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরতে পারে। অহিংসার ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলে দয়া এবং অন্তের জন্য চিন্তা করা এক সমাজগড়ে তুলতে হবে।

১০) আমাদের অস্তিত্বের জন্যই পরিকল্পিত সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। প্রকৃতি তার অকুপণ উপহার আমাদেরওপর ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু যখন প্রয়োজনের থেকে লোভ বড় হয়ে ওঠে, প্রকৃতি তখন তার তাওব শুরু করে। আমরা প্রায়ই দেখি যে, ভারতের কিছু কিছু অংশে বন্যায় বিধ্বস্ত হয়, অন্যদিকে, আবার দেশের কিছু অংশে প্রবল খরা চলে। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রচণ্ড চাপের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তি বিদদের দেশেরলক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমিকের সঙ্গে কাজ করে আমাদের দেশের মাটির স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে, জলস্তর নেমে যাওয়ার প্রবণতা আটকাতে হবে এবং পরিকল্পিত ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতেহবে। আমাদের সবাইকে এক জোট হয়ে কাজ করতে হবে, কারণ, ভবিষ্যৎ আমাদের আরেকবার সুযোগনাও দিতে পারে।

১১) রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্বভার গ্রহণের পর যেমনটা আমি বলেছিলাম, শিক্ষাই হচ্ছে সেই রসায়ন, যা ভারত'কে পরবর্তী স্বর্ণযুগে নিয়ে যেতে পারে। সমাজকে বদলে দেওয়ার শিক্ষার এই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব। এর জন্য আমাদেরউচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্ব মানে উন্নীত করতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাঘাতকে নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের তার ওপর নির্মাণও কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায়, তার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মুখস্ত বিদ্যার জায়গা না করে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার এক কেন্দ্রহিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সৃজনশীল চিন্তা, উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞান মনস্তত্বকে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আলোচনা, বিতর্ক এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তিবাদ প্রয়োগের দরকার। এইসব গুণগুলির চর্চা এবং চিন্তারস্বাধীনতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

১২) আমাদের জন্য অন্তর্ভুক্ত এক সমাজ সৃষ্টির কাজকে বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে নিতে হবে। গাছীজিএমন এক অন্তর্ভুক্ত জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে সর্বস্তরের মানুষ সমতার মধ্যে বসবাস করবেন এবং সমান সুযোগ পাবেন। তিনি চাইতেন, আমাদের দেশের মানুষেরা যেন ক্রমবর্ধমান চিন্তা এবং কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে পাবেন। সমতা-ভিত্তিক সমাজেরমূল কথা হচ্ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। আমাদের দ্রুতগতির মধ্যে দ্রুততম মানুষগুলির ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কাছেও যাতে আমাদের নীতির সুফল পৌঁছে যায়, তা দেখতে হবে।

১৩) আমাদের নাগরিকদের স্বাস্থ্যকর, সুখী এবং উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার রয়েছে। মানবজীবনের অভিজ্ঞতার মূল বিষয় হচ্ছে সুখ। এই সুখ আবার অর্থনৈতিক এবং অর্থনীতিবাদের অন্যান্য বিষয়ের সমাহার। সুখের খোঁজ আসলে সুখম উন্নয়নের খোঁজের সঙ্গে ঘন সংবন্ধ। সুখম উন্নয়নকে আবার মানব-কল্যাণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিকল্পিত স্থিতিশীলতার যোগফল হিসাবে দেখা যেতে পারে। দাবিদ্বা দুরীকরণ হলে তার মধ্যে সুখের অভিমুখে মানুষের অগ্রগতি জোরদার হবে। সুখমপরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সবার কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে পারে। সুপ্রশাসন, স্বচ্ছ উত্তরদায়ী এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে মানুষের জীবন গড়ে নেওয়ার সক্ষমতা দেয়।

প্রিয়সহ-নাগরিকবৃন্দ,

১৪) আমার কাজের পাঁচ বছর মেয়াদকালে আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি মানবিক ও সুখী শহর গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমরা আনন্দ, গর্ব, হাসি, সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তার অনুভূতি এবং সন্দর্ভ কাজের মধ্যে সুখ খুঁজে পেয়েছি। আমরা সর্বক্ষণ কিভাবে হাসিখুশি থাকতে হয়, তাতে নেছি। কিভাবে জীবনকে নিয়ে হাসতে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হয় এবং গোষ্ঠীর কাজে যুক্ত হতে হয় – তা জেনেছি এবং তারপরেও আমরা

আমাদের অভিজ্ঞতা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। এই কাজ চলছে।

প্রিয়সহ-নাগরিকবৃন্দ,

১৫) আমি যখন বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, ২০১২ সালে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে আমার প্রথম ভাষণে আমি যা বলেছিলাম, তাই আরেকবার বলতে চাই – “এই উচ্চ পদের সম্মান দেওয়ার জন্য, দেশের মানুষ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। যদিও আমাদের গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ সম্মান কেবলমাত্র কোনও পদে থাকার ওপর নির্ভর করে না বরং আমাদের মাতৃভূমি ভারতের নাগরিক হওয়ায় সবচেয়েবেশি সম্মানের। আমরা আমাদের মাযের কাছে সব সম্মানের মতোই সমান এবং ভারতমাতা,আমাদের প্রত্যেকের কাছে জাতি গঠনের জটিল এই নাটকে সততা, নিষ্ঠা এবং আমাদের সংবিধানে নিহিত মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে নিজ নিজ কাজ করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে”।

১৬) আমি যখন আগামীকাল আপনাদের সঙ্গে কথা বলব, তখন রাষ্ট্রপতি নয়, একজন নাগরিক হিসাবে । শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আপনাদের সবার মতো ভারতের অভিযাত্রায় এক তীর্থযাত্রীর মতোই কথা বলব।

ধন্যবাদ।

জয় হিন্দ।

(Release ID: 1497141) Visitor Counter : 2

Background release reference

কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আমি ভারতের মানুষ, তাঁদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলগুলির আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য, সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতারোধে আব্রুত হচ্ছি

